৮. অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' সম্পৃক্ত। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করে পাঠ্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

৮.১ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। সে লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮টি বিভাগে ৮টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে দেশে নিম্নোক্ত ৫টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অন্যান্য বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা এখন বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবার আশা-ভরসা ও আস্থার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপ-মহাদেশের সবচাইতে বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় আজ এদেশের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণায় সাফল্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫৭টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়া ৩/৪টি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০০০টি, এর মধ্যে অর্ধেকই দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনা ভাড়ার শয্যা। প্রতিদিন এ হাসপাতালে বহির্বিভাগে নতুন পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ১০০০০ জন রোগী চিকিৎসা সেবা নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সেবাসমূহ

ক্রম	দপ্তর/বিভাগের নাম	রোগীর সংখ্যা
১	আউটডোরে নতুন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে	১৪২৩৬৮২
২	আউটডোরে পুরাতন রোগী চিকিৎসা নিয়েছে	৫৬৯৪৭২
৩	সাধারণ জরুরী বিভাগে রোগীর সেবা নিয়েছে	১৪৬৬৬
৪	বৈকালিক স্পেশালাইজড কনসালটেশন সার্ভিসে নতুন রোগী	১৫৪৯৯৪
৫	বৈকালিক স্পেশালাইজড কনসালটেশন সার্ভিসে পুরাতন রোগী	৬১৯৯৭
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবা	৬১৯৯৭
৭	অপারেশন	১৯২৪
৮	গাইনী ইনফার্টিলিটি অপারেশন	৫০৬৭৪
৯	রোগী ভর্তি সংখ্যা	৩৬৬
১০	সাধারণ জরুরী বিভাগে রোগী ভর্তি	৩৭২৮২
১১	পিএমটিসি	৩৫০৫
১২	এ আর টি সেন্টার	৩২৩৩
১৩	পরিবার পরিকল্পনা সেবা	২৬০
১৪	টিকাদান (ইপিআই)	৪২০৬
১৫	ডেঙ্গু রোগী	২৬৪৫
১৬	ভ্যাকসিন (মোট টিকাদান)	১৪৫
১৭	করোনা রোগী ভর্তি হয়েছে (কেবিন ব্লক)	৫৫৩৬০
১৮	ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল	৭০২২
১৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতি-দরিদ্র রোগীর আর্থিক সহায়তা তহবিল	৮২১

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫০ শয্যাবিশিষ্ট এ হাসপাতালটি দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। দেশের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি ICU বেড, ১০০টি ইমার্জেন্সি বেডসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে ইমার্জেন্সি এন্ড ট্রমা, হৃদরোগ, কিডনি রোগ, লিভার, গল ব্লাডার ও প্যানক্রিয়েটিক সার্জারী, অরগান ট্রান্সপ্লান্ট, ক্যান্সার, ইনফার্টিলিটি, শিশুরোগ, কার্ডিয়ো-থোরাসিক সার্জারি, ভাস্কুলার সার্জারি, নিউরোসার্জারিসহ বিভিন্ন জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিম্নলিখিত ৫টি সেন্টারভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়

Sl no.	Name of the Center
1	Cardio & Cerbro-vascular Center
2	Emergency Medical Center
3	Hepatobiliary & Liver Transplant Certer
4	Kidney Diseases Center
5	Maternal & Child Healthcare Center

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল ভবন

৮.১.২ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর কার্যক্রম বর্তমানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি) ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসহ সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারহাটে বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ২৩.৯২ একর ভূমিতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ০৫.০৯.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সিএমআই) স্থাপন শীর্ষক ডিপিপি অনুমোদন হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৭। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট

ক্রম	অধিভুক্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
১	সরকারি মেডিকেল কলেজ	৬
২	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	১০
৩	সরকারি ইনস্টিটিউট (এমডি কোর্স)	১
৪	সরকারি ডেন্টাল কলেজ	১
৫	বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	১
৬	সরকারি নার্সিং কলেজ	৭
৭	বেসরকারি নার্সিং কলেজ	১৮
৮	বেসরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ	১
৯	বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজি	৫
১০	ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অফথালমোলজি	১

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বমোট ৫৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৬৩৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রতি সেশনে এমবিবিএস কোর্সে ১৪৮১, বিডিএস কোর্সে ১৩০, এমডি কোর্সে ০৫, বিএসসি ইন নার্সিং ও পোস্ট বেসিক নার্সিং কোর্সে ১৬০০ এবং অন্যান্য কোর্সে ৪২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

- ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষা গ্রহণ;
- বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ;
- কলেজের সকল শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা;
- অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রান্ট প্রদান;
- বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৪ জন গবেষককে (অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রান্ট প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের গ্রান্ট প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে;
- লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়;
- চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়;
- চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ১৪টি সায়েন্টিফিক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১ম, ২য়, ৩য় ও ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস ও বিডিএস, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বিএসসি ইন নার্সিং, বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাব ও ডেন্টাল), বিএসসি ইন অপ্টোমেট্রিসহ বিভিন্ন কোর্সে মোট ৩০টি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়;
- শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ৮টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ৬টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়;
- প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক এবং এপিএ বিষয়ক ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করা হয়।

৮.১.৩ রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

‘রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬’ অনুযায়ী দেশের তৃতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক ভৌত (অস্থায়ী) ও তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি

- রাজশাহীতে বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (ডিসিইসি ভবন), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর ২ নম্বর ভবনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং কলেজ পরিদর্শন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে;
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাসহ) চালু হয়েছে;
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজশাহীর বড়বনগ্রাম, বাজেসিলিন্দা এবং বারইপাড়া মৌজায় মোট ৬৭.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতিসহ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন

- মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে ও ইতোমধ্যে সিন্ডিকেটের ১৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কমিটির ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর রিপোর্ট প্রদান করা হয়;
- বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে Non Binding MoU স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

- ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন;
- ৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়ে একটি মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় যা সম্প্রতি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।